Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 24-07-2026 17:14 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৪ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

বসেই খাওয়া যাবে মা ক্যান্টিনে! রেস্তরাঁ-অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত খাবার বিলি দুস্থদের, বড় ঘোষণা অগ্নিমিত্রার

এনসিপিআই সাংসদরা কি সরাসরি বিজেপিতে? সিদ্ধান্ত নিতে 'ধীরে চলো' নীতিতে গেরুয়া শিবির

তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার, তবু কেন সৌদি পরমাণু শক্তির অধিকারী হতে মরিয়া?

প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে দোষীদের রেহাই নেই

মোদির আশ্বাসের পরই কড়া আইনের পথে কেন্দ্র

নয়া জামানা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগের আশ্বাস মতোই এবার প্রশ্নফাঁস রুখতে কঠোর আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের ন্যূনতম তিন বছরের কারাদণ্ড এবং অন্তত ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। শুক্রবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে, সেখানে আইন সংশোধনের এই নতুন প্রস্তাবগুলি পাশ করানো হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।বৃহস্পতিবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, আমি জানি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি কোনও সাধারণ বা তুচ্ছ বিষয় নয়। এটি লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও কষ্টদায়ক। তাই, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর গত আড়াই মাসে বেশ কিছু আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।

দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এখন কারাগারে রয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ যাতে নষ্ট না হয়, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া আইন আনার কথাও ফের একবার স্পষ্ট করে দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত মামলার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তৈরি হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, এবার পাবলিক এক্সামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, ২০২৪-এ সংশোধন আনার কথা ভাবছে মোদি সরকার। সংশোধিত আইনে দোষীদের তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়া, পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলি দোষী সাব্যস্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের পাঁচ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশ হলেই সংশোধনী পেশ করা হবে সংসদে।এদিকে, শুক্রবার দুপুর ১২টার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আন্দোলনরত সংগঠনের প্রতিনিধি দলের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই আলোচনায় সরকারের তরফে প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয় নেতারা।আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, বৈঠক যেন জেপি নাড্ডার বাড়ি বা দপ্তরে না হয়ে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে হয়। সেই দাবি মেনে নিয়ে কনস্টিটিউশন ক্লাবে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে স্বয়ং জেপি নাড্ডা উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও।

বিপাকে অভিষেক

নয়া জামানা ঃ আরও বিপাকে কালীঘাট তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ২০৩১ সালে সুদ-সহ হিসেব নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে নতুন করে আইনি জটে জড়ালেন তিনি। জানা যাচ্ছে, বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করেছেন রাজীব সরকার নামে এক যুবক। বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিওর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইডি হানা

নয়া জামানা ঃ ফের রাজ্যে ইডি হানা। এবার পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার পারবেলিয়া বাজারে শুক্রবার সাতসকালে এক ব্যবসায়ীর বাড়িত ও রেস্তরাঁয় হানা দিলেন ইডি আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

অধ্যক্ষকে অপমানে কুণালের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ

নয়া জামানা ঃ পরপর দু'দিন বিধানসভার স্পিকারের চেয়ারকে অপমান করার অভিযোগ উঠল বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর দাবি, বিধায়কের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। অধ্যক্ষ রথীন্দ্র ঘোষ জানিয়ে দেন, শংকর ঘোষের আনা এই নোটিস গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন কুণাল ঘোষ নিজে।গত দু'দিন ধরে কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে বিধানসভায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। বুধবার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বলতে না দেওয়ার অভিযোগে সরব হন কুণাল ঘোষ। এই নিয়ে বিধানসভায় রীতিমতো ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবারই কুণাল ঘোষকে সাসপেন্ড করা হয় এবং মার্শাল ডেকে তাঁকে কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়।বুধবারের সেই ঘটনার রেশ ধরেই বৃহস্পতিবার ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বিধানসভা। অধিবেশন শুরু হতেই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় স্পিকারকে বলেন, গতকালের ঘটনা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।জবাবে স্পিকার বলেন, কী আবার বলবেন? গতকালের ঘটনা অত্যন্ত কলঙ্কজনক।স্পিকারের মুখে কলঙ্কজনক শব্দটি শুনেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কালীঘাট তৃণমূল শিবির। ওই শব্দ প্রয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এই অশান্তির জেরেই শুক্রবার বিধানসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনেন পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষ।নোটিসের পাল্টা জবাবে কুণাল ঘোষ বলেন, আমি প্রথমেই বলি, আপনার চেয়ারকে অসম্মান করিনি। আপনার যদি মনে হয় আমি চেয়ারকে অসম্মান করেছি, তাহলে আমি দুঃখিত। আমিও এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমিও বলতে চাই। তিনি আরও জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে ঘর চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখতে বলেছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রীকে। বলার সময় চাওয়া হলে সেটিও পরিষদীয় মন্ত্রীকে দেখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। কুণাল ঘোষের দাবি, বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁদের নাম আখরুজ্জামানের কাছে পাঠান, তা সত্ত্বেও তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা নেই। প্রতীকী প্রতিবাদ আমি করেছি, আপনাকে অসম্মান করিনি। অপব্যাখ্যা করে চাপিয়ে দিলে হবে না। শেষে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র ঘোষ জানিয়ে দেন, শংকর ঘোষের আনা স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিসটি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে চলা জটিলতা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 24-07-2026 17:14 Page 2

ককরোচ'দের অনুকরণেই তৈরি ব্রয়লার চিকেন পার্টি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তর্জনি তুলে পথে 'ককরোচ'রা। এবার ভারতের 'ককরোচ'দের দেখে ওপার বাংলায় দাপাদাপি শুরু করতে চাইছে 'মুরগি'রা? নিশানায়, সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই। দাবি উঠছে শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের। এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিতের দাবি নিয়ে সে দেশে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেখানেই ব্রয়লার মন্তব্য সমানে আসে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ফার্মের মুরগি বা ব্রয়লার মুরগি বলে মন্তব্য করা হয়। এরপর থেকেই, ককরোচ জনতা পার্টির অনুকরণেই 'ব্রয়লার চিকেন পার্টি' নামের ব্যাঙ্গাত্মক প্রচার শুরু হয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে। ১৪ জুলাই সে দেশের জেন-জিরা চিকেন ব্রয়লার পার্টির পেজ খোলে। তাদেরও দাবি, সে দেশের শিক্ষামন্ত্রীর

পদত্যাগ। তবে এখনও তারা কেবল সোশ্যাল মিডিয়াতেই আবদ্ধ। ফেসবুকের ব্রয়লার চিকেন পার্টির একটি পেজের ফলোয়ার ৩৩ হাজার। সেখানে পেজটিকে অরাজনৈতিক বাংলাদেশপন্থি বিপ্লবী সামাজিক প্ল্যাটফর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, গত কত্যেকমাস ধরেই ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে পথে নেমেছে ককরোচ জনতা পার্টী। যন্তর মন্তরে টানা আন্দোলনে তারা। এসবের মাঝেই, বৃহস্পতিবার 'ককোরোচ জনতা পার্টি' এবং আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বিরাট আশ্বাস কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে পড়ুয়াদের দাবি নিয়ে সরকার 'যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে' আলোচনায় বসতে পুরোপুরি প্রস্তুত। আন্দোলনকারীদের কাছে গত মঙ্গলবার থেকে এই নিয়ে সরকারি তরফে মোট চার বার আলোচনার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।আন্দোলনরত পড়ুয়াদের খোলাখুলি ভাবে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য,গতকাল বিকেল থেকে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের কাছে আলোচনার জন্য চারবার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। নবীন প্রজন্মের বন্ধুদের প্রতি সরকারের বার্তা স্পষ্ট; আপনাদের সুবিধাজনক সময়ে যেকোনও বিষয়ে যে কোনও স্থানে আলোচনায় বসতে আমরা প্রস্তুত।

৫ নম্বর সন্তান হলে স্ত্রী পাবেন ১০ কোটি!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রান্নাঘরের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলুক কিংবা নির্ঘুম রাতে সন্তানকে কোলে নিয়ে পায়চারি; গৃহস্থালির এই অমানুষিক পরিশ্রমকে আমাদের সমাজ চিরকালই ডেকে এসেছে 'স্ত্রীর পরম কর্তব্য' নামে। কোনওদিন কি কেউ ভেবেছেন, বাজারমূল্যে এই ভালবাসার খাটুনির দাম কত হতে পারে?উত্তরটা দিয়ে দিলেন আটলান্টার বিতর্কিত উদ্যোক্তা ও ধর্মযাজক ইয়াহদান ইয়াদা এবং তাঁর স্ত্রী আজা ইয়াদা। তাঁদের সংসারের হিসেব-নিকেশ শুনে এখন তোলপাড় পুরো নেটদুনিয়া! কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই, কোনো লিখিত চুক্তিপত্র নেই, স্রেফ পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্ত্রীকে সংসার সামলানোর জন্য বছরে ২ কোটি টাকারও বেশি 'মাইনে' দিচ্ছেন স্বামী !যে কাজকে সমাজ 'মাতৃত্বের পরম আনন্দ' বলে এড়িয়ে যায়, তাকেই এক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ 'লেবার' বা শ্রমের তকমা দিয়েছেন ইয়াহদান। তাঁর মতে, পেটে সন্তানধারণ করা এবং তাকে বড় করে তোলা মোটেও জলভাত নয়। তাই এই দম্পতির নিজস্ব আর্থিক মডেলে;গৃহস্থালি পরিচালনার বেতন সংসার চালানো ও বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য আজা পাচ্ছেন বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।প্রতিটি সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন গর্ভাবস্থার ধকল সহ্য করা এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাচ্চার পিছু বরাদ্দ অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা) ।সম্প্রতি খবর এসেছে, এই দম্পতি তাঁদের পঞ্চম সন্তানকে স্বাগত জানাতে চলেছেন! নেটপাড়ার জাঁদরেল হিসাবরক্ষকরা ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। সব হিসাব কষে দেখা যাচ্ছে, সব মিলিয়ে স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ঢোকা টাকার পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে ১০ কোটি টাকারও বেশি !সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর চাউর হতেই যেন দুটো মেরুতে বিভক্ত হয়ে গেছে আধুনিক সমাজ। আগুন ঝরছে কমেন্ট সেকশনে। এক দলের বক্তব্য; এটাই তো আসল নারী সম্মান! তাঁদের মতে, একজন নারী তাঁর কেরিয়ার, শরীর এবং সময় বিসর্জন দিয়ে ঘর সামলান। সেই অসংগঠিত শ্রমকে স্রেফ 'ভালবাসা'র মোড়কে মুড়ে না রেখে এভাবে আর্থিক স্বীকৃতি দেওয়াটা এক প্রগতিশীল চিন্তা।অন্যদিকে ধেয়ে এসেছে তীব্র কটাক্ষের বাণ। সমালোচকদের একাংশের দাবি, ক্ষ্মবিয়েটা কি তবে কোনও কর্পোরেট সার্ভিস ডিল ?ক্ষ্ম তাঁদের মতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে পারস্পরিক বিশ্বাস, দায়িত্ব ও ভালবাসার ওপর ভিত্তি করে। সেটাকে স্রেফ বেতন আর বোনাসের দাঁড়িপাল্লায় মাপলে তো সম্পর্কের পবিত্রতাই নষ্ট হয়ে যায় !বিতর্ক যতই তুঙ্গে উঠুক, অর্থনীতিবিদরা কিন্তু বিষয়টিকে খুব হেলাফেলা করছেন না। তাঁদের মতে, বিশ্বজুড়ে গৃহিনীদের অলিখিত শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে বহু বছর ধরেই চর্চা চলছে। রান্না করা, ঘর মোছা, বাচ্চাদের সামলানো;এগুলো যদি কোনও এজেন্সিকে দিয়ে করানো হতো, তবে তার মাসিক খরচ হতো আকাশছোঁয়া! অথচ দেশের জিডিপি-তে এই শ্রমের কোনও অবদান ধরা হয় না।তবে বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট সতর্কবার্তা; ক্ষ্মসবাই যেন একে আদর্শ মডেল ভেবে ভুল না করেন।

টাকার লোভে পুলিশের চাকরি ছেড়ে অশ্লীল ছবির নায়িকা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অ্যাডাল্ট কনটেন্ট তৈরি করে অল্প সময়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করে শিরোনামে এসেছিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বেকা নিকোলস। হু হু করে বাড়ছিল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আর সমাজমাধ্যমে ফ্যান ফলোয়িং। সেই উপার্জনের টাকা দিয়ে কিনেছিলেন স্বপ্নের বিলাসবহুল অডি গাড়ি। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস;যে অর্থ আর গ্ল্যামারকে ছুঁতে তিনি নিজের সুরক্ষিত সরকারি চাকরিকে লাথি মেরেছিলেন, সেই আয়ের টাকায় কেনা গাড়িটাই আজ তাঁর জীবনের শেষ শয্যা হতে চলেছিল। সম্প্রতি এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার মুখে ামুখি হয়ে অলৌকিক উপায়ে প্রাণ ফিরে পেলেন বেকা।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ির ছবি শেয়ার করে বেকা নিজেই এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, একজন চরম স্বার্থপর ও বেপরোয়া চালকের কারণেই তাঁর গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা এসে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করেন।হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবেগে ভাসছেন প্রাক্তন এই পুলিশ কর্মী। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, আজ ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে আমার হাত ধরে রেখে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সৌভাগ্যবশত, এত বড় ধাক্কার পরও বড় কোনও চোট পাননি তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাথায় সামান্য আঘাত এবং শরীরে কিছু কালশিটে দাগ ছাড়া তিনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন।

কোভিড অতিমারি নিয়ে ২০২৬ -এ বড় সতর্কবার্তা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যে সাংবাদিক কোভিড-১৯ অতিমারি এবং ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি এবার আরও একটি ভয়াবহ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এবারের বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। রবার্ট পেস্টনও এআই সম্পর্কে কেবল খারাপ কথাই বলেছেন। তিনি এই প্রযুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সতর্ক করেছেন যে, এটি 'অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল সংখ্যক চাকরি' শেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।তাঁর নতুন বই 'দ্য কিল সুইচ'-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আজকের বিশ্বের জন্য এটি যে বিপদ ডেকে আনছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে বিশ্বনেতাদের কেবল এই বিপদ মোকাবিলার বিষয়েই বিতর্ক করা উচিত এবং মূলত অন্য কিছু নিয়ে নয়। তিনি বলেন, তবে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি হতাশ করে তা হল, এই বিষয়গুলি নিয়েই আমাদের সবার বিতর্ক করা উচিত। অন্য সব কিছুর চেয়ে এই বিষয়গুলি নিয়েই আমাদের নেতাদের বেশি কথা বলা উচিত। অথচ তারা তা করছেন না।পেস্টন বলেন যে, এআই ইতিমধ্যেই অনেক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং সংস্থাগুলি ঘোষণাও করেছে যে তারা ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে। তাঁর দাবি, যদি মানুষ চাকরি হারায় এবং অর্থ উপার্জনের কোনও উপায় না থাকে, তবে সরকারের উচিত কোনও ধরনের আয়কর ছাড়াই জনসেবা খাতে টাকা ঢালার কথা ভাবনাচিন্তা শুরু করা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ভবিষ্যতে যে কোনও সম্ভাব্য আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে এআই-এর যোগসূত্র থাকতে পারে।তিনি লিখেছেন, আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন যে আগামী এক বা দুই বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর আর্থিক বিপর্যয় ঘটতে চলেছে, কারণ এআই-এর জন্য ডেটা সেন্টার এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। ৬৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এর আগে বিশ্ব নেতাদের অতিমারি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর মতে, কম সম্ভাবনাময় কিন্তু ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনার লক্ষণ ছিল, তবুও সরকারগুলি পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, তআমাদের বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট। কোভিডের আকারে আরও একটি কম সম্ভাবনাময় বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্য আমরা আবারও প্রস্তুত ছিলাম না। নিজের পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পেস্টন রেডিও টাইমসকে বলেন, ২০০৭ সালে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে ব্যাঙ্কিং খাতে যা ঘটছে তা ব্যাপক ক্ষতি করতে চলেছে। তিনি বলেন, তআমি এ বিষয়ে সতর্ক করছিলাম এবং অনেক রাজনীতিবিদ ও শহরের লোকজন বিবিসি-কে চিঠি লিখে বলেছিলেন যে আমি আতঙ্ক ছড়াচ্ছি এবং আমাকে চুপ করানো দরকার। পেস্টন আরও বলেন, তএর কয়েক বছর পর, আমি চীনকে নিয়ে প্রচুর তথ্যচিত্র বানিয়েছিলাম, দেশটিকে ভালভাবে চিনতাম এবং উহানেও গিয়েছিলাম। তাই ২০১৯ সালের শেষে যখন এই রহস্যময় নতুন ভাইরাসটি দেখা দিল, তখন সরকারের যে-ই আমার কথা শুনতে রাজি ছিল, আমি তাকে বলেছিলাম, 'বিষয়টা গুরুতর মনে হচ্ছে'।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 24-07-2026 17:14 Page 3

খুঁটিপুজোর মাধ্যমে মালদার পশ্চিম পার্ক দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু

নয়া জামানা,মালদা ঃ খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল মালদা শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম পার্ক বাঘাযতীন সংঘের ৬৮তম বর্ষের দুর্গোৎসবের।১৯৫৮ সালে ইংরেজবাজার শহরের ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির পশ্চিম পার্ক এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পূজা আজ মালদা জেলার অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় দুর্গাপূজা হিসেবে পরিচিত।শুক্রবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় খুঁটি পুজো।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব,স্থানীয় বাসিন্দা এবং ক্লাবের সদস্যরা।খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে গেল এবারের দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি।উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে,এবারের পূজার বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। তবে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পূজার মূল আকর্ষণ থিম সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।দর্শকদের চমকে দিতেই আগাম কোনও তথ্য প্রকাশ করতে নারাজ ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি,এবারের মণ্ডপ ও ভাবনা দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দেবে এবং পূজার সময় ভিড় টানবে।

প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি দুর্গাপূজার ক'দিন জুড়ে একাধিক সামাজিক কর্মসূচি, রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ নানা আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।ঐতিহ্যের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসবকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। পশ্চিম পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সহ-সম্পাদক শুভ্রাংশু দাস জানান,এবারের থিম এখনই প্রকাশ করা হবে না।দর্শকদের জন্য চমক থাকছে। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বাজেটে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এবারের থিমও আগের বছরের মতো দর্শকদের মণ্ডপমুখী করবে এবং মালদার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

টোটো চালকের মহানুভবতা, হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী ফিরিয়ে জয় করল মন

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ভিড়ের শহরে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরত পাওয়া যেন আজকাল অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখালেন এক সাধারণ টোটোচালক।তাঁর সততাই আজ জয় করল অসংখ্য মানুষের মন।ইংরেজবাজার ব্লকের কাজি গ্রামের বাসিন্দা কারিমুল মোমিন।পেশায় টোটোচালক। প্রতিদিনের মতো যাত্রী নিয়ে শহরের পথে বেরিয়েছিলেন। মালদার মালঞ্চপল্লী থেকে ফুলবাড়ি যাওয়ার পথে তাঁর টোটোতে ওঠেন নমিতা মণ্ডল। গন্তব্যে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন টোটোতেই পড়ে রয়েছে তাঁর মোবাইল ফোন ও ব্যাগ। অন্য কেউ হলে হয়তো নীরব থাকতেন। কিন্তু কারিমুল মোমিন তা করেননি। হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ও মোবাইল হাতে নিয়ে তিনি সোজা পৌঁছে যান গৌড় রোড ট্রাফিক ইনচার্জ অমিত কুমার পোদ্দারের কাছে।এরপর পুলিশের উদ্যোগে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর মূল্যবান সামগ্রী।হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পেয়ে আবেগে ভেসে যান নমিতা মণ্ডল ও তাঁর পরিবার। আর টোটোচালক কারিমুল মোমিনের সততা কুড়িয়ে নেয় সকলের প্রশংসা।পাশে থেকেছে গৌড় রোড ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বশীল ভূমিকাও।অর্থের লোভে যখন প্রতিদিন মানবিকতা হারানোর খবর শোনা যায় তখন কারিমুল মোমিনের মতো মানুষরাই মনে করিয়ে দেন সততা এখনও পথ হারায়নি,মানুষের ভেতরেই বেঁচে আছে।

পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে ধর্না, আর্থিক স্বচ্ছতার দাবিতে সরব সদস্যরা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা,বানারহাট ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কর্মচারীদের ঘরের বাইরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের বানারহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে।অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও খরচের হিসাব পঞ্চায়েত সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করেননি। এরই মধ্যে তাঁর বদলির নির্দেশ জারি হওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ে। এরপরই পঞ্চায়েত সদস্যরা সমস্ত আর্থিক হিসাবের স্বচ্ছতা দাবি করে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং কর্মচারীদের ঘরের বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেন।বিক্ষোভে বর্তমান শাসকদল বিজেপি এবং সিপিএম-এর পঞ্চায়েত সদস্যরাও অংশ নেন। মোট ১৯ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে অবস্থান-ধর্নায় বসেছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পঞ্চায়েতের প্রতিটি খরচের পূর্ণাঙ্গ হিসাব, কোথায় কত টাকা ব্যয় হয়েছে, কত টাকা বকেয়া রয়েছে এবং ভবিষ্যতে কত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;সবকিছুর বিস্তারিত তথ্য তাঁদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

রামপুর চেকপোস্টে ঘুষ, সাসপেন্ড দুই এমভিআই,কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

সীতারাম মুখোপাধ্যায়,নয়া জামানা ,কুলটি ঃ পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী রামপুর চেকপোস্টে বেআইনি ভাবে গাড়ি আটকে ঘুষের অভিযোগে বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রামপুর চেকপোস্টে কর্মরত দুই মোটর ভেহিক্যালস্ ইন্সপেক্টর (এমভিআই-এনটি) অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাজিমুল হককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রক্রিয়া শুরু করে বিষয়টি তদন্তের জন্য অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো (এসিবি)-র কাছে পাঠানো হয়েছে।২৩ জুলাই রাজ্য পরিবহণ দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রবি ইন্দর সিংয়ের সাক্ষরিত পৃথক দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তাতে জানানো হয়েছে, দায়িত্ব পালনের সময় অবৈধ আর্থিক সুবিধা বা ঘুষ দাবি করার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে জমা পড়েছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত চলাকালীন তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস (ক্লাসিফিকেশন, কন্ট্রোল অ্যান্ড আপিল) রুলস, ১৯৭১ অনুযায়ী সাসপেনশন কার্যকর থাকবে এবং এই সময় তাঁরা নিয়ম অনুযায়ী সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স পাবেন।এরপরই শুক্রবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়টি নিয়ে সমাজ মাধ্যমে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোন বেআইনি কাজ রাজ্য সরকার বরদাস্ত করবে না। রামপুর চেকপোস্টে যা হয়েছে, তা একেবারেই বেআইনি। তাই দুজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ রামপুর চেকপোস্টকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই লরি চালক ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। বহু লরি চালকের অভিযোগ, চেকপোস্টে নথি পরীক্ষা ও যানবাহন ছাড়ার নামে প্রায়ই অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হতো। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এতদিন প্রশাসনের তরফে প্রকাশ্যে বড় কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এবার সরকারি নির্দেশে দুই আধিকারিকের সাসপেনশন সেই অভিযোগগুলিকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এল।পরিবহণ দফতর রামপুর চেকপোস্টে প্রশাসনিক কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য নতুন মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।পাশাপাশি অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।রামপুর চেকপোস্টে একসঙ্গে দুই আধিকারিকের সাসপেনশনের ঘটনায় পরিবহণ দফতর, লরি মালিক সংগঠন ও পরিবহণ মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

বেসরকারি ল্যাবের ভরসায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্য পরিষেবা

নয়া জামানা,বীরপাড়া ঃ নাম রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল হলেও পরিকাঠামোগত একাধিক সমস্যায় জর্জরিত বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল। চিকিৎসক সংকট, কর্মী স্বল্পতা এবং পর্যাপ্ত পরীক্ষাগারের অভাবের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসকদের অনুমোদিত পদের প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এর ফলে হাসপাতালের দৈনন্দিন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয়, হাসপাতালের নিজস্ব ল্যাবে রক্তের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সন্ধ্যার পর হাসপাতালের ল্যাব পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতাল চত্বরে একটি বেসরকারি ল্যাবকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওই বেসরকারি ল্যাবের একটি সমঝোতা (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। হাসপাতালের পক্ষে যেসব পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, সেগুলি ওই বেসরকারি ল্যাবের মাধ্যমে করানো হচ্ছে। ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, একটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে যদি প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেই হাসপাতালকে রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের মর্যাদা দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরও কেন রোগীদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করাতে হবে; সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে।এ বিষয়ে মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষ্মণ লিম্বু জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও শক্তিশালী করার দাবিতে দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।বর্তমানে চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ, আধুনিক পরীক্ষাগার গড়ে তোলা এবং সরকারি হাসপাতালের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 24-07-2026 17:14 Page 4

১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে
চিকিৎসা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ধমান শহর

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় আগেও যেমন জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেত, এখনও তেমন দেখা যায়। এখানে প্রধান সমস্যা দেখা দেয় পেটের অসুখ। এর কারণই হল বিশুদ্ধ জলের সরবরাহের অপ্রতুলতা। বর্ধমান শহরের মধ্যেও আজও বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকা, খাবার জলের অপরিচ্ছন্নতার ছবি চোখে পড়ে। যার ফলে পেটের অসুখ এখানকার বাসিন্দাদের নিয়মিত হতেই থাকে।বর্ধমান জেলায় রোগ ও চিকিৎসার সম্পর্ক অনেককাল আগে থেকেই শুরু। এই জেলায় এক এক সময় এক এক মহামারি রোগের দেখা মিলেছে। ১৮০০ সালের সময়পর্বে এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছিল এক মহামারি রোগ যা 'বর্ধমান জ্বর' নামে পরিচিত।সেই রোগে উজার হয়ে গিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম, শহর। মৃত্যু হয়েছিল অসংখ্য মানুষের। নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল লোকালয়। শুনশান রাস্তা। সেই মহামারির কথা ইতিহাস হয়ে এখনও মুখে মুখে ফেরে। দাঁইহাট, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কাটোয়া সদরে গড়ে ওঠে হাসপাতাল। প্রত্যেক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন ও দেশীয় চিকিৎসকদের উপর আদেশ ছিল তাঁরা যেন নিকটবর্তী গ্রামে গিয়েও চিকিৎসা করেন।

তবে সেই রোগের আগে বর্ধমান ছিল স্বাস্থ্যকর স্থান। স্বাস্থ্য উদ্ধারে আসতেন অনেকেই। কিন্তু বর্ধমান ফিভার হবার পরে বর্ধমান যাওয়ার কথা ভাবলেই মানুষের বুক কাঁপতো। বর্ধমানে জিটি রোডের ধার বরাবর ছিল ইংরেজ সাহেবদের বাড়ি। থাকতেন নীলকর সাহেবরা। কাছেপিঠে ছিল অনেক নীলকুঠি। বর্ধমান জ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন ইংরেজ শাসকরা। বন্ধ হয় নীল চাষ। চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হয় অগুণতি মানুষের।

সেই সময় ভারত শাসনে ছিলেন ইংরেজ। তখন থেকেই বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতাল গড়ে ওঠার ইতিহাস পাওয়া যায়। যেমন- দাঁইহাট, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কাটোয়া সদরে গড়ে ওঠে হাসপাতাল। প্রত্যেক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন ও দেশীয় চিকিৎসকদের উপর আদেশ ছিল তাঁরা যেন নিকটবর্তী গ্রামে গিয়েও চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসার জন্য যখন মহামারি রোগ প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসে পড়েছে তখন আবার শুরু হল নতুন উপদ্রব; পাওয়া গেল কাটোয়ায় দুই কালোজ্বরের রোগী (ব্ল্যাক ফিভার)। নতুন রোগ, তাই ঠিক ভাবে চিহ্নিত করাও যাচ্ছে না, অনেকে বললেন ম্যালিগন্যান্ট ডেঙ্গু হবে। বর্তমানে তার নাম কালাজ্বর। কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার হয়েছে তার অনেক পরে ১৯২০ সালে। আবিষ্কর্তা বর্ধমান জেলার সন্তান উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তবে ১৮৭২ সালের পর থেকে কিছুটা হলেও ম্যালেরিয়া রোগের নির্মূল করা গেছিল। কিন্তু ১৯০০ সাল থেকে আবার কলেরা রোগের প্রকোপ শুরু হয় কাটোয়াতে।তার বছর দশক পরেও কলেরার প্রকোপ কিন্তু কমতে দেখা যায়নি। এছাড়াও সেই সময় প্লেগ, গুটি বসন্ত রোগের প্রকোপও দেখা যায়। গুটি বসন্তে কয়েক মাসে মৃত্যু হয় হাজারে ৬৪১ জনের। ১৯০৬ সালে কাটোয়াতে প্লেগে মারা যায় ৯০ জন। কালনা মহকুমার চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসে দেখা যায় ১৮৯২ সালে জাপট এলাকায় গড়ে ওঠে হাসপাতাল, যার দায়িত্ব গ্রহণে ছিল 'ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড মেডিকেল মিশন'। তবে তার আগে এখানে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। অনেক নামকরা কবিরাজদের বাসস্থান ছিল কালনা বা পূর্বস্থলীতে। কঠিন ব্যাধি সারাতে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রোগী কালনায় কবিরাজি চিকিৎসা করাতে আসতেন।

এতক্ষণ তো গেল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসার কথা। কিন্তু মূল বর্ধমান শহরে তখনও পর্যন্ত যথাযথ হাসপাতাল ছিল না। তখন বর্ধমান এস্টেটের মহারাজাধিরাজ ছিলেন বিজয়চাঁদ মহতাব। ইতিমধ্যে ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে বর্ধমান রাজ পরিবার। সগৌরবে যুদ্ধ ঘোষণার পরিবর্তে রাজ পরিবার চেয়েছিল, প্রজাদের স্বার্থ যাতে কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। পাশাপাশি একের পর এক স্থাপত্যে নজর ছিল তাদের।

এমন রাজাকে নিজেদের সমস্যার কথাও অবলীলায় বলতে পারতেন প্রজারা। তাই নিজেদের চিকিৎসার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরির ব্যাপারে প্রথম অনুরোধ করেন বর্ধমানের বাসিন্দারাই। কলকাতায় তখন তিনটি মেডিকেল কলেজ। ঘরের দুয়ারে চলে এসেছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। অথচ বর্ধমানে চিকিৎসার সুযোগ নেই। সামান্য অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রসবের ব্যবস্থাটুকুও ছিল না। তাই ১৯০৭ সালের ১৩ জুলাই বর্ধমান শহরের বাসিন্দারা একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

সেখানেই দাবি ওঠে শহরে একটি হাসপাতাল চাই। সেই দাবির মধ্যে যে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লুকিয়ে ছিল তা বোধহয় সেই সময় ভাবতে পারেননি আলোচনা সভায় উপস্থিত শহরের বাসিন্দারা। প্রজাদের দাবি গুরুত্ব দিয়ে দেখলেন মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব। কাজও শুরু হল। ১৯১০ সালের ৯ নভেম্বর চালু হল ১২৭ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। নাম ফ্রেজার হাসপাতাল। এর ১১ বছর পর ১৯২১ সালে শুরু হল মেডিকেল স্কুল। তখন বাংলার গভর্নর আর্ল রোনাল্ডসে। তাঁকে সম্মান জানিয়ে নামকরণ হল রোনাল্ডসে মেডিকেল স্কুল। স্বাধীনতার পর ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দেশে অভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্র চালুর উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে বন্ধ হয়ে যায় বর্ধমানের এই মেডিকেল স্কুলটি। তবে হাসপাতালটি থেকে যায়। শুধু নাম বদলে হয়ে যায় বিজয়চাঁদ হাসপাতাল। এর বেশ কিছু দিন বাদে বর্ধমানে একটি মেডিকেল কলেজ তৈরির প্রস্তাব ওঠে। বিধানচন্দ্র রায় তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রস্তাবে সায় দেন তিনি। তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সেক্রেটারি জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, মহারাজকুমার অভয়চাঁদ, চিকিৎসক নরোত্তম সামন্ত, চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে পরিকাঠামো। ঠিক হয় মেডিকেল স্কুলের জায়গাতেই হবে মেডিক্যাল কলেজ। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১৯৬৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইট বের করা একটি প্রাইমারি স্কুলের ভবনে যাত্রা শুরু করে কলেজ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি। নাম ছিল 'হল ব্রিক বিল্ডিং'। সেখানেই মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। পরে ১৯৭৬ সালের ৪ অগাস্ট রাজ্য সরকার কলেজটি অধিগ্রহণ করে এবং নাম হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ।১৯০৭ সালের ১৩ জুলাই বর্ধমান শহরের বাসিন্দারা একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেখানেই দাবি ওঠে শহরে একটি হাসপাতাল চাই।

সেই দাবির মধ্যে যে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লুকিয়ে ছিল তা বোধহয় সেই সময় ভাবতে পারেননি আলোচনা সভায় উপস্থিত শহরের বাসিন্দারা।বর্তমানে বর্ধমান শহর হয়ে উঠেছে চিকিৎসার পীঠস্থান। সব রকমের চিকিৎসার সুযোগ আজ এখানে পাওয়া যায়। এমনকি এখানে খোশবাগান নামে জায়গাটি যে পরিমাণে ওষুধের দোকান ও ডাক্তারের চেম্বারে ভরে উঠেছে তাতে করে বলা হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসালয় স্থান। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।